চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে আন্তঃবিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে আন্তঃবিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় কলেজ মাঠে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং আন্তঃবিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক অধ্যাপক সফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুর রশীদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা অত্যন্ত জরুরি। জয়-পরাজয় মেনেই এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। খেলাধুলা শারীরিক গঠন, মানসিক বিকাশ ও নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরিতে সহায়তা করে। যারা খেলাধুলা করেন, তাঁদের মন ও শরীর ভালো থাকে। তাঁরা মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা থেকে দূরে থাকেন।

তিনি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে আরও বেশি করে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি আগামীতে আরও বড় পরিসরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের আশাবাদ জানান। এ সময় টুর্নামেন্ট পরিচালনায় দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক, রোভার স্কাউটস, রেড ক্রিসেন্ট ও বিএনসিসির সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফারজানা কতকী। এ ছাড়া কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড়রা উপস্থিত ছিলেন।

কলেজের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ টুর্নামেন্টে মোট ১৫টি বিভাগের খেলোয়াড়রা অংশ নিচ্ছেন। উদ্বোধনী খেলায় একাদশ-দ্বাদশ বিভাগ ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ মুখোমুখি হয়। খেলায় একাদশ-দ্বাদশ বিভাগ ৭-০ গোলে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগকে পরাজিত করে।

চতুর্থ বাংলাদেশি হিসেবে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি তাওহীদ হৃদয়ের

চতুর্থ বাংলাদেশি হিসেবে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তাওহীদ হৃদয়। শনিবার (৭ নভেম্বর) সিলেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে ক্যারিয়ারের প্রথম দ্বিশতক তুলে নেন এ ব্যাটার।

টেস্ট ক্রিকেটে এর আগে বাংলাদেশের হয়ে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল ও সাকিব আল হাসান।

দামুড়হুদায় নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস সিজন-২ উদ্বোধন

‘খেলাধুলায় গড়ি দেশ, তারুণ্যের বাংলাদেশ’ এবং ‘ক্রীড়া হলে পেশা, পরিবার পাবে ভরসা’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় জমকালো আয়োজনে উদ্বোধন করা হয়েছে ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস সিজন-২’।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়াম হলে উপজেলা পর্যায়ে এ তারুণ্যনির্ভর ক্রীড়া উৎসবের উদ্বোধনী আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। পুরো অনুষ্ঠানস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে তরুণ ক্রীড়ামোদীদের পদচারণায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, এমপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন,

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষ্ণা সরকার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ রাসেল মিয়া, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বিন ফয়সালসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

এর আগে একই দিন সকাল ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদের কানন কিন্ডারগার্টেন স্কুল চত্বরে স্থানীয়ভাবে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী ও সেক্রেটারি আবেদুদ্দৌলা টিটোন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব মাহবুবুর রহমান বাচ্চুসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ক্রীড়া সংগঠক, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সুধীজন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন বলেন, “খেলাধুলা শুধু শরীরচর্চা বা বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি একটি সুস্থ প্রজন্ম গড়ার ভিত্তি। আজকের তরুণরাই আগামীর বাংলাদেশ। তাদের মাদক, সন্ত্রাস ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রেখে নেতৃত্ব, শৃঙ্খলাবোধ ও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে আগামীর জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়াবিদ বেরিয়ে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি।”

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন বলেন, তরুণদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশে উপজেলা প্রশাসন সব সময় পাশে থাকবে। ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে একটি পরিবার যেমন স্বাবলম্বী হবে, তেমনি সমাজ পাবে একজন আদর্শ নাগরিক।

বক্তারা বলেন, গ্রাম পর্যায়ে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে একটি প্রীতি ম্যাচ ও বর্ণাঢ্য

সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সিজন-২-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। আয়োজকরা জানান, এবারের আসরে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে শতাধিক দল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করবে।

বাংলাদেশকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে পাকিস্তান

তাওহিদ হৃদয়ের একাকী লড়াই সত্ত্বেও এশিয়ান গেমসের পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে ওঠা হলো না বাংলাদেশের। বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) জাপানের নিশিন শহরের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে ৬ উইকেটে হারিয়ে স্বর্ণপদকের লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। এর ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দৌড় থেকে ছিটকে গেল লিটন দাসের দল।

বৃষ্টিভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ দেরিতে শুরু হওয়ায় আম্পায়াররা দৈর্ঘ্য কমিয়ে ১৩ ওভারে নামিয়ে আনেন। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১১১ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৯ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখেই অনায়াসে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান।

কার্টেল ওভারের এই ম্যাচে বাংলাদেশের শুরুটা ছিল চরম বিপর্যয়ের। পাকিস্তানি বোলারদের স্পিন আক্রমণে মাত্র ২১ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে শুরুর পাওয়ারপ্লেতেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে দল। তানজিদ হাসান তামিম (১৭), পারভেজ হোসেন ইমন ও অধিনায়ক লিটন কুমার দাস (২) দ্রুত বিদায় নেন। চতুর্থ উইকেটে লড়াইয়ের চেষ্টা চালান সাইফ হাসান, তবে ১৯ রানে তিনি এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়লে মাত্র ৪৫ রানে ৪ উইকেট হারায় লাল-সবুজরা।

এমন নাজুক পরিস্থিতি থেকে দলের হাল ধরেন তাওহিদ হৃদয় ও মোসাদ্দেক হোসেন। পঞ্চম উইকেটে দুজন মিলে মাত্র ৩০ বলে ৫৩ রানের ঝোড়ো জুটি গড়ে দলকে শত রানের কোটা পার করান। হৃদয় ২৫ বলে ৪২ রানের বিস্ফোরক এক ইনিংস উপহার দেন। তবে ইনিংসের শেষ দিকে সুফিয়ান মুকিমের ঘূর্ণিতে টানা দুই বলে হৃদয় ও মোসাদ্দেক

বিদায় নিলে রানের গতি কিছুটা থমকে যায়। শেষ দিকে শেখ মাহেদীর চারে ভর করে নির্ধারিত ওভারে ১১১ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস। পাকিস্তানের হয়ে সুফিয়ান মুকিম ২৬ রানে নেন ৩ উইকেট।

১১২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দলীয় ৫৩ রানেই ৪ উইকেট হারিয়ে শুরুতে বিপাকে পড়েছিল পাকিস্তানও। সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব ও উসমান খানকে ফিরিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের বোলাররা।

তবে পঞ্চম উইকেটে আবদুল সামাদ ও হাসান নওয়াজ অবিচ্ছিন্ন ৫৯ রানের ম্যাচজয়ী জুটি গড়ে বাংলাদেশকে ম্যাচ থেকে পুরোপুরি ছিটকে দেন। বিশেষ করে সামাদ মাত্র ১৫ বলে ৩০ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করেন। ২২ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন হাসান নওয়াজ। শেষ পর্যন্ত ১১ দশমিক ৩ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে ১১২ রান তুলে নেয় পাকিস্তান।

ফাইনালে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া হলেও এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের পদক জয়ের আশা এখনই শেষ হচ্ছে না। আগামী শনিবার (৩ অক্টোবর) ব্রোঞ্জ পদক নির্ধারণী (তৃতীয় স্থান) ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

বাংলাদেশ: ১৩ ওভারে ১১১/৭ (হৃদয় ৪২, সাইফ ১৯, তানজিদ ১৭; সুফিয়ান ৩/২৬)।

পাকিস্তান: ১১.৩ ওভারে ১১২/৪ (সামাদ ৩০*, হাসান ২৭*, উসমান ১৪; মাহেদী ১/১৭, মুস্তাফিজ ১/৪১)।

ফল: পাকিস্তান ৬ উইকেটে জয়ী।

মুজিবনগরে কাবাডি

চ্যাম্পিয়নশিপের ইউনিয়ন পর্যায়ে দুটি খেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার আয়োজনে শুরু হয়েছে ১ম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। খেলাধুলার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখা এবং পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) মুজিবনগরের শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং দারিয়াপুর ফুটবল মাঠে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের মোনাখালী ইউনিয়ন ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন পর্যায়ের দুটি কাবাডি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন পর্যায়ের কাবাডি প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস।

মোনাখালী ইউনিয়ন পর্যায়ের খেলায় উপস্থিত ছিলেন নগর থানার ওসি (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবির, ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মোখলেসুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহ-সভাপতি আজিম উদ্দিন গাজী এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কাবাডি খেলায় উপস্থিত ছিলেন দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান।

এ সময় মুজিবনগর থানার পুলিশ কর্মকর্তাসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আয়োজক ও অতিথিরা বলেন, “মাদককে না বলি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি”—এই বার্তাকে সামনে রেখে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। কাবাডির মতো গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি তরুণদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আরও বলেন, খেলাধুলা মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করে। পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রাম থেকে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে এ আয়োজনকে ঘিরে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।

হরিণাকুণ্ডুতে হিউম্যানিটেরিয়ান ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের ফুটবল বিতরণ

তরুণ প্রজন্মকে মাদকমুক্ত রাখতে এবং ক্ষতিকর মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে সরিয়ে মাঠমুখী করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এক ব্যতিক্রমী সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ফুটবল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন হিউম্যানিটেরিয়ান ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে উপজেলার হিঙ্গারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মসূচির আয়োজন করে হিঙ্গারপাড়া যুব সমাজ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে হিউম্যানিটেরিয়ান ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং ইঞ্জিনিয়ার আবুল খায়ের মিয়া স্মৃতি স্পোর্টিং ক্লাব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও হিউম্যানিটেরিয়ান ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সভাপতি মো. হামিদ পারভেজ মিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হিঙ্গারপাড়া ফুটবল টুর্নামেন্টের সভাপতি মো. বাবলুর রহমান। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিশিষ্ট প্রবাসী ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মো. আবু বক্কর বিশ্বাস।

এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. আসাদুজ্জামান (লালটু), ৪ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. আলমগীর হোসেন, সাবেক ছাত্রদল নেতা মো. আনিছুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর ওয়ার্ড সভাপতি মো. জিয়াউর রহমান, সাবেক মেম্বার মো. ফারুক হোসেন, বিএনপি নেতা মো. তমসেল আলী মণ্ডল, ছাত্রদল নেতা মো. একরামুল হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মো. হামিদ পারভেজ মিয়া বলেন, “মাদক একটি জীবনকে ধ্বংস করে, আর অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তি একটি পুরো প্রজন্মের মেধা ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। এই মরণনেশা ও ক্ষতিকর আসক্তি থেকে তরুণদের বাঁচাতে হলে তাদের আবার খেলার মাঠে ফিরিয়ে আনতে হবে।”

এছাড়া অন্যান্য অতিথিরাও বলেন, “শিক্ষা ও খেলাধুলার সমন্বয়েই একটি আদর্শ প্রজন্ম গড়ে ওঠে। তাই তরুণদের মাদকমুক্ত রাখতে আমাদের সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। তাদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।”
আলোচনা শেষে তরুণদের মাঝে প্রধান অতিথি ফুটবল বিতরণ করেন।

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলা ফিরছে

“মাদকদ্রব্য ত্যাগ করি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ-সবল জীবন গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে শুরু হয়েছে গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলা। বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আয়োজন করা হচ্ছে এ প্রতিযোগিতা। দীর্ঘদিন পর মাঠে ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে ও অংশ নিতে স্থানীয়দের মধ্যেও দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

একসময় গ্রামবাংলার মাঠে নিয়মিত হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট,

দাঁড়িয়াবান্ধা, কানামাছি ও লাঠিখেলার মতো নানা ঐতিহ্যবাহী খেলা অনুষ্ঠিত হতো। সময়ের সঙ্গে এসব খেলা হারিয়ে যেতে বসেছে। এর পরিবর্তে শিশু-কিশোরদের একটি বড় অংশ মোবাইল ফোন ও অনলাইন বিনোদনে বেশি সময় কাটাচ্ছে। পাশাপাশি মাদকাসক্তি ও কিশোর গ্যাংয়ের মতো সামাজিক সমস্যাও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, মাঠে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার আয়োজন বাড়ানো হলে শিশু-কিশোর ও তরুণরা মোবাইল ও মাদক থেকে দূরে থাকার সুযোগ পাবে। খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশও ঘটবে। তাই গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া খেলাগুলো টিকিয়ে রাখতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আরও বাড়ানোর দাবি জানান তারা।

খেলায় অংশ নেওয়া খেলোয়াড়রা জানান, খেলাধুলার প্রতি তাদের আগ্রহ থাকলেও পর্যাপ্ত মাঠ, সরঞ্জাম ও নিয়মিত আয়োজনের অভাবে ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের কাছে হা-ডু-ডুসহ দেশীয় খেলাগুলো পরিচিত করতে নিয়মিত প্রতিযোগিতা আয়োজনের দাবি জানান তারা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে এ ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জামিনুর রহমান খান বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নের ওয়ার্ডকে মাদকমুক্ত রাখতে কমিটি গঠন করা হবে। পাড়া-মহল্লায় যাতে মাদক সেবন ও বিক্রি না হয়, সেজন্য সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখী করার পাশাপাশি মাদক ও কিশোর গ্যাংয়ের মতো সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব।

৭ গোলে জিতে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের

অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়া কাপ হকির শুরুটা দুর্দান্ত হলো বাংলাদেশের। আজ শনিবার চীনের মকিতে চাইনিজ তাইপেকে ৭-০ গোলের উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ।

স্কোরলাইনই বলে দিচ্ছে, একচেটিয়া আধিপত্য ছিল বাংলাদেশের। প্রথম গোল করেন কনা আক্তার। এরপর একে একে ইমা ও আইরিন আক্তার রিয়াও গোল করেন। তারা এক গোল করে থামেননি, দুজনই ২টি করে গোল তুলে নিয়েছেন।

চতুর্থ কোয়ার্টারে আরও চড়াও হয় বাংলাদেশ। অধিনায়ক সারিকা রিমন জোড়া গোল করেন। তাতেই বাংলাদেশ ৭ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

বাংলাদেশের পরের ম্যাচ রোববার পাকিস্তানের বিপক্ষে।

পেনাল্টি মিস করলেন এমবাপ্পে, ‘দ্বিতীয় মরিনিও যুগে’ প্রথম বার হারল রিয়াল মাদ্রিদ

দ্বিতীয় দফায় এসে জোসে মরিনিও যেন রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদকে। হ্যাটট্রিক জয়ে শুরু করেছিল লা লিগার মিশন। তবে চতুর্থ ম্যাচে এসে যে ঘুড়ি গোত্তা খেল। কিলিয়ান এমবাপ্পের পেনাল্টি মিসের পর রিয়াল মাদ্রিদ হেরেছে ১-০ গোলে, তাও আবার সে রিয়াল বেতিসের কাছে যারা লেভান্তের কাছে হেরেছিল ৫ গোল খেয়ে।

শুক্রবার রাতের শুরু থেকেই রিয়াল মাদ্রিদ সামনে অনেক সুযোগ তৈরি করেছে, তবে গোলের দেখা পায়নি। ভিনিসিয়ুসের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। বিরতির আগেই এমবাপ্পে দুটি বড় সুযোগ নষ্ট করেন। তার প্রথম

শট নাতানের গায়ে লাগে। এরপর মার্ক বার্ত্রা দারুণ একটি ব্লক করেন। বিরতির পর ভালেস জুড বেলিংহামের শট ঠেকিয়ে দেন।

খেলা শুরুর পরপরই এমবাপ্পের একটি শট বারের সামান্য পাশ দিয়ে চলে যায়। দুই দলই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে।

ম্যাচ শেষ হতে দশ মিনিটেরও কম সময় বাকি থাকতে গোলের সুযোগ আসে স্বাগতিক বেতিসের সামনে। নেলসন দেওসার হেড কোর্তোয়ার হাতে লাগে, কিন্তু তিনি বলটি ধরে রাখতে পারেননি। বলটি প্যারটের কাছে যায় এবং তিনি সহজেই গোল করেন। এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর এটাই তার প্রথম গোল। গ্রীষ্মে তিনি এজেড আলকমার থেকে এই ক্লাবে আসেন।

খেলা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে এমবাপ্পে প্রায় সমতা ফেরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার একটি শক্তিশালী শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। একটু পর বদলি খেলোয়াড় কার্লোস এসপি জালে বল জড়িয়েও ফেলেছিলেন। কিন্তু বাধ সাধে ভিএআর, পর্যালোচনার পর গোলটি বাতিল হয়ে যায়।

সময় ফুরিয়ে আসছিল। মাদ্রিদ পিছিয়ে ছিল ১ গোলে। তাই গোলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল দলটা। ঠিক সেই সময়ে বেতিস ডিফেন্ডার নাতান সুযোগটা তুলেই দিয়েছিলেন রিয়ালের হাতে। ভিনিসিয়ুসকে ফাউল করেন তিনি এবং রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন।

কিন্তু এমবাপ্পের শট খুব দুর্বল ছিল। স্বাগতিক গোলরক্ষক ভালেস ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটি ঠেকিয়ে দেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাতটি পেনাল্টি গোল করার ধারা এখানেই থেমে যায় এমবাপ্পের।

মাদ্রিদ চেয়েছিল পেনাল্টিটি আবার নেওয়া হোক। তাদের দাবি ছিল, মার্ক বার্ত্রা লাইনের আগে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রেফারিরা এই দাবি মানেননি। শেষ পর্যন্ত পুরো তিন পয়েন্ট নিয়ে যায় বেতিস।

এর ফলে ২০১৪-১৫ মৌসুমের পর এই প্রথম মাদ্রিদ লিগের প্রথম চার ম্যাচের মধ্যে একটিতে হারল। আগামীকাল রোববার বার্সেলোনা ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে খেলবে। এই ম্যাচ জিতলে তারা মাদ্রিদের চেয়ে তিন পয়েন্টে এগিয়ে যাবে।

সূত্র: যুগান্তর।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

পারেদসের সেই কথা এবং মেসির অবসরবার্তার কয়েকটি কথা মেলালে ব্যাপারটা কিছুটা পরিষ্কার হয়। অবসরবার্তায় মেসি বলেছেন, ‘আমার দেওয়ার মতো আর কিছু বাকি নেই। তা ছাড়া পেছনে অনেক দুর্দান্ত তরুণ খেলোয়াড় আসছে, যাদের (জাতীয় দলে) থাকাটা প্রাপ্য।’

বিশ্বকাপ ফাইনালটা স্মরণ করা যায়। স্পেনের বিপক্ষে রীতিমতো পর্যুদস্ত হয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেটাও মেসি মাঠে থাকতে—যেটা তাঁর ক্যারিয়ারেই বিরল ঘটনা।

ক্যারিয়ারের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে সেই বিরল তেতো স্বাদ পাওয়ার মুহূর্তে কি মেসির মনে হয়েছে, তাঁর আর কিছু দেওয়ার নেই? পাশাপাশি নিকো পাজ–থিয়াগো আলমাদার মতো তরুণেরাও উঠে এসেছেন। সে জন্যই কি মেসির মনে হয়েছে, সময়টা এখনই? প্রশ্নটি তোলা যায়, কারণ সেই ফাইনালকে জাতীয় দলে নিজের শেষ ম্যাচ বানিয়ে অবসরবার্তায় মেসি বলেছেন, ‘আমি বুঝতে পারছি যে এটাই সঠিক সময়।’

বিশ্বকাপের পর ফিফার প্রথম আন্তর্জাতিক বিরতি ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত। তার আগে অবসরের ঘোষণা দিলেন মেসি। অর্থাৎ চার বছরের নতুন একটি বিশ্বকাপ চক্র শুরুর আগের এ সময়কে আকাশি–সাদা জার্সি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সঠিক সময় বলে মনে হয়েছে কিংবদন্তির। এই বিরতিতে প্রতিটি জাতীয় দল এক থেকে চারটি ম্যাচ খেলতে পারবে। লা নাসিওন জানিয়েছে, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) বুয়েনস এইরেসে বিশ্বকাপ রানার্সআপ আর্জেন্টিনা দল এবং মেসিকে সম্মান জানাতে জমকালো বিদায়ী সংবর্ধনার আয়োজন করার পরিকল্পনা করছে। সুতরাং জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁকে অন্তত আরও একবার মাঠে দেখার সম্ভাবনা আছে।

লা নাসিওন আরও জানিয়েছে, ২৩ দিন আগে বাবার মৃত্যু মেসির এ সিদ্ধান্তে প্রভাব রেখেছে। সে সময় মেসি বলেছিলেন, ‘আমি আর কত দিন ফুটবল চালিয়ে যাব, এখন তা নিয়ে আমার সংশয় আছে।’ আরও একটি কারণ অনুমান করা যায়। জাতীয় দলে যে প্রজন্মের সঙ্গে তিনি বছরের পর বছর কাটিয়েছেন, সেই দলটি ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ সামনে রেখে আর্জেন্টিনা এখন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দলটির বেশ কয়েকজন সতীর্থের ক্যারিয়ারের চক্র শেষের পথে, দল পুনর্গঠন করতে হবে। এমনকি আগামী ডিসেম্বরের পর কোচ লিওনেল স্কালোনির থাকা নিয়েও সংশয় আছে।

পাশাপাশি সহ-আয়োজক হিসেবে আর্জেন্টিনা ইতিমধ্যে ২০৩০ বিশ্বকাপের

টিকিট নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ দীর্ঘ বাছাইপর্ব খেলতে হবে না। সে হিসাবে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের পরবর্তী বড় টুর্নামেন্ট ২০২৮ কোপা আমেরিকা। ৩৯ বছর বয়সী মেসি সম্ভবত মাঝের এই দুই বছরে নিজের বয়স আরও ভারী করে সে পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে চাননি।

এএফএর অনেকেই আশা করেছিলেন, মেসি জাতীয় দলে আরও কিছুদিন খেলবেন। জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁর শেষ স্মৃতিটি কোনো হেরে যাওয়া ফাইনাল যেন না হয়, সেটা ছিল এই আশার পেছনের কারণ। অন্তত কোপা আমেরিকা পর্যন্ত খেলবেন, এই আশাও করেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু মেসিকে জানা থাকলে একটি বিষয় ভেবে নেওয়াই যায়। জাতীয় দলে সব সময় নিজের সেরাটা দিতে পারেন—এই বিশ্বাস সব সময়ই ছিল মেসির। দুই বছর পর কোপায় সেটা দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে কি সন্দেহে ভুগেছেন? মেসির অবসরবার্তাতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবসরবার্তাতেই বলে দিয়েছেন, ‘নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছি।’

অর্থাৎ আর দেওয়ার কিছু নেই? সেটা মেসি বুঝেছেন বলেই কি সরে দাঁড়ালেন!